শান্তি

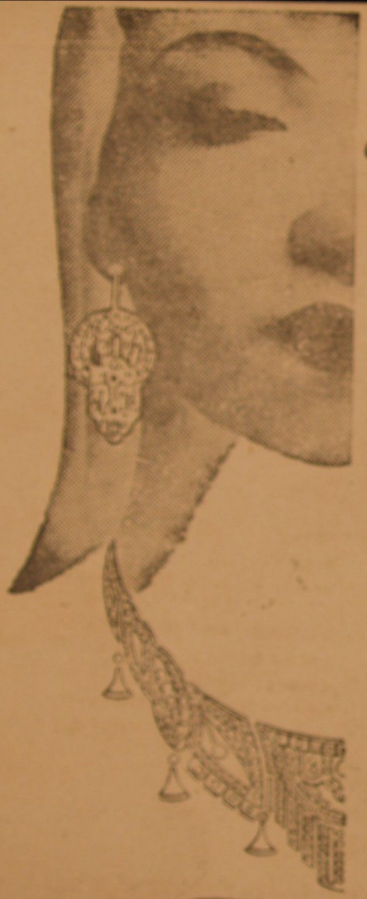

অলঙ্কার

বলতে মনে আসে দুটী কথা—"জৌলুস" আর "কদর"—এম বি সরকারের অনুপম অলঙ্কারে এ দুটী বৈশিষ্ট্যই বর্ত্তমান। প্রত্যেকটি অলঙ্কারই রূপ পরিকল্পনায় খুব উঁচু দরের কারিগরীর কাজ। তাদের জৌলুস জ্বলজ্বলে ক'রে ফুটে উঠে যখন মণিরত্নগুলি নিখুঁত করে বসান হয়।

পছন্দসই নানারকম অলঙ্কার সব সময়েই তৈরী থাকে। কাহারও ব্যক্তিগত রুচী ও খেয়ালকে পরিতৃপ্ত করার মত বিশেষ বিশেষ পরিকল্পনায় অলঙ্কারও তৈরী করে দিতে পারি।

পুরানো সোণা ও রূপোর বদলে নূতন অলঙ্কার দেওয়া হয়। মফঃস্বলের অর্ডার ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠান হয়। মজুরী সুলভ।

এম বি সরকার এণ্ড সন্স

সন্ এণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব লেট্ বি সরকার

একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মাতা

১২৪, ১২৪-১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীকানাইলাল ঘোষালের নিবেদন

চিত্ররূপার

শান্তি

কাহিনী ও সংলাপ : শৈলজানন্দ

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীত পরিচালনা : অনিল বাগচী

চিত্র-গ্রহণ : বীরেন দে

শব্দ-যন্ত্রী : জগদীশ বসু

শব্দানুলেখন : { শচীন চক্রবর্তী, অবনী ব্যানার্জী

সম্পাদনা : রবীন দাস

চিত্রপরিস্ফুটন : বীরেন দে (কেমি.)

প্র-শিল্পনির্দেশক : বটু সেন

শিল্প-নির্দেশ : মণি মজুমদার

কার্য্যাধ্যক্ষ : মনোরঞ্জন মুখার্জী

ব্যবস্থাপনা : সুরেন চক্রবর্তী

আলোক-শিল্পী : রাম মুখার্জী

রূপসজ্জা : কালিদাস দাস

যন্ত্রী-দল : ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা

সহকারীগণ :

পরিচালনায় : ... বিমলেন্দু দে, শিবদাস বসু, সুকুমার বসু

চিত্রশিল্পে : ... মণ্টু পাল, নরেশ নাথ, সুধীর মিত্র

সঙ্গীতে : রবীন রায়, প্রভাত গাঙ্গুলী

শব্দযন্ত্রে : ... ইন্দু অধিকারী

সম্পাদনায় : ... অমিত মুখোপাধ্যায়, বাবা বসু

শিল্প নির্দেশে : অমিল পাইন, শিবদাস সেন

ব্যবস্থাপনায় : ... মুকুল ব্যানার্জী

রূপসজ্জায় : ... শুক. ছোট দাস

চিত্র-পরিস্ফুটনে : চণ্ডী শীল, সুধীর ঘোষাল, ভোলা খাড়াই

= রবীন্দ্রনাথের দুইখানি গান =

"তোমায় সাজাব যতনে, কুসুম-রতনে"

"স্বপন পারের ডাক শুনেছি"

রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে গৃহীত] [এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্স রিলিজ

ভূমিকায় :— মলিনা দেবী, শিপ্রা দেবী (এ.ডি.), রেবা দেবী, ফণী রায়, সন্তোষ সিংহ, রবি রায়, দুলাল দত্ত, অজিত ব্যানার্জি, হরিধন মুখার্জি (এ্যাঃ), যমুনা (ছোট), আশু বোস প্রভৃতি—

—কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

ফার্ণিচার দ্রব্যাদি : এ. কে. সরকার লিমিটেড

অলঙ্কার দ্রব্যাদি : কে. কে. মালাকার এণ্ড ব্রাদার্স

মূল্য ৵০ আনা মাত্র

শান্তি

কারখানার কাজ ক'রতে ক'রতে আজ বহুদিনের অভিজ্ঞ-মেকানিক পরাশরে মন বার বার বাইরে চলে যাচ্ছে। একটি মাত্র মেয়ে ললিতা হবার পর আজ আবার তার ঘরে নতুন মানুষ আসছে। তার স্ত্রীর গর্ভে সেই নবজাতকে আবির্ভাব-কল্পনায় আজ তার মন আনন্দ ও আশঙ্কায় দোলায়মান।

লৌহদানব মানুষের এই আনন্দের কোন খবর রাখে না। আত্মবিস্মৃত একটি মুহূর্ত্তে পরাশর মেসিনের চাকারতলায় গুঁড়িয়ে যায়। ওদিকে তখন সন্তান অরুণ পৃথিবীর প্রথম আলোয় সবে মাত্র চোখ মেলে তাকিয়েছে।

* * * *

এরপর বাইশ বছরের যবনিকা সরিয়ে তবে আমাদের বর্ত্তমান কাহিনীর মুখোমুখি হতে হবে।

অরুণ এখন নিজের যোগ্যতায় কারখানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে। তার মন চায় রায়বাহাদুরের দুহিতা রেবাকে। রেবার বাবা চান এক ডাক্তারকে জামাতা ক'রতে। ডাক্তার উদার যুবক। সে বোঝে রেবার হৃদয় কাকে চায়। তারই চেষ্টায় বিয়ে হয় রেবার অরুণের সঙ্গেই।

সুখের আনন্দে হৃদয় অস্থির। দুঃখের কালো মেঘ যে ঘনিয়ে আসছে তা লক্ষ্য ক'রবার সময় কোথায়?

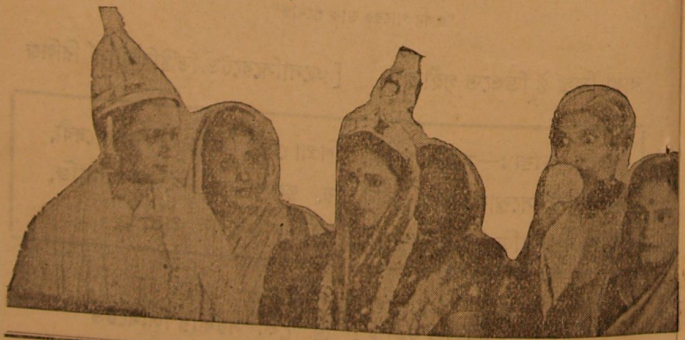

বিয়ের পর অরুণের মা ভুল বোঝেন রেবাকে। সামান্য ঘটনা একদিন অসামান্য অপরাধ হয়ে দেখা দেয় তাঁর চোখে। মৃত স্বামীর ছবি সরানোনিয়ে কলহের সময় ছবি ভেঙ্গে ছড়িয়ে যায় রেবার পায়ের তলায়। এ অপমান অরুণের মা তাঁর অপমান বলেই মনে করেন।

চারিদিকে এই বিপদের কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে যখন—তখন অরুণকে চলে যেতে হয় মাদ্রাজে চাকরীর খাতিরে।

রেবার চোখে তখন মাতৃত্বের স্বপ্ন। অরুণ নেই—অরুণের মাও চলে গেছেন ললিতার শ্বশুর বাড়ী। পিতৃগৃহে এ সময় মরে গেলেও সে থাকতে পারবে না—অসহায় মন কাকে স্মরণ করে—কোথায় এ সমস্যার সমাধান?

কাহিনীর শেষটুকু বাকী থাকলো। ছবির শেষে এসে মনে হবে—মানুষের জীবন বোধ হয় গল্পের চেয়েও অদ্ভুত, তা না হলে এত বিপত্তির মধ্যেও ফিরে আসতে পারে সেই হারানো শান্তি?

—ঃ০ঃ—

(সঙ্গীতাংশ)

(১)

তোমায় সাজাব যতনে কুসুম-রতনে
কেয়ূরে কঙ্কনে কুম্‌কুমে চন্দনে।

কুণ্ডলে বেষ্টিব স্বর্ণ জালিকা
কণ্ঠে দোলাইব মুক্তা মালিকা
সীমন্তে সিন্দুর অরুণ বিন্দুর
চরণ রঞ্জিব অলক্ত অঙ্কনে।

সখিরে সাজাব সপার প্রেমে
অলক্ষ্য প্রাণের অমূল্য হেমে
সাজাব সকরুণ বিরহ বেদনায়
সাজাব অক্ষয় মিলন সাধনায়
মধুর লজ্জা রচিব সজ্জা
যুগল প্রাণের বাণীর বন্ধনে।

(২)

স্বপন পারের ডাক শুনেছি জেগে তাইতো ভাবি
কেউ কখনো খুঁজে কি পায় স্বপ্নলোকের চাবি?

নয়ত' সেথায় যাবার তরে
নয় কিছুত' পাবার তরে
নাই কিছু তার দাবী
বিশ্ব হতে হারিয়ে গেছে স্বপ্ন-লোকের চাবি।

চাওয়া-পাওয়ার বুকের ভিতর না পাওয়া ফুল ফোটে
দিশাহারা গন্ধে তারি আকাশ ভ'রে ওঠে।
খুঁজে যারে বেড়াই গানে
প্রাণের গভীর অতল পানে
যে জন গেছে নাবি—
সেই নিয়েছে চুরি ক'রে স্বপ্নলোকের চাবি।

(৩)

আমি বাধা হ'য়ে বাজিব না চরণে
হব তোমার পথের ফুলদল
হব স্বপন তোমার দু'টি আঁখিতে
প্রিয় হবনা হবনা আঁখিজল
হব তোমার পথের ফুলদল ॥

তব কামনার সে কুসুম কলিয়া
নিতি দুলিবে কোমল দল মেলিয়া
আমি কাঁটা নাহি হব গো সে কুসুমে
প্রিয় আমি হব তারি পরিমল ॥

আমি জ্যোছনা হব গো তব আকাশে
প্রিয় হবনা আঁধার ঘন ঘোর
তব কণ্ঠ মালিকা হয়ে দুলিব
কভু হবনাক' বন্ধন-ডোর ॥

মম জীবন দেউলে ওগো পূজারী
চলি ছায়া-সঙ্গিনী আমি তোমারি
দিও পূজাদীপখানি মোরে জ্বালিতে
শুধু উজলিতে মন্দির তল ॥

—সুবোধ পুরকায়স্থ

(৪)

প্রেমে জল হয়ে যাও গলে
কঠিনে মেশে না সে মেশেরে তরল হলে
এ জলে নাইবে যারা
থাকবে না মৃত্যু জরা
জলে পিপাসা যাবে
মনের ময়লা যাবে ধুলে

যারা সাঁতার ভুলে নামতে পারে
তাদের টেনে নে যায় একেবারে ...
ভেসে যায় ভাসিয়ে নে যায়
সেই পরিণাম
ওরে ভোলা সেই পরিণাম
সিন্ধু জলে

(৫)

হেথা পাগলিনী যশোমতী ডাকে
ডাকে ফিরে আয় ফিরে আয়
ফিরে আয় গোপাল-আমার
বৃন্দাবনের রাজা রাজা হলে তুমি মথুরার গো
রাজা হলে মথুরার
শ্যাম হারা রাধা কাঁদে
গোকুল হলো যে আঁধার
আজ গোকুল হলো যে আঁধার
রাজা হলে তুমি মথুরার গো।
তব লাগি কাঁদে শুকশারী
কাঁদে গোপের ঝিয়ারি
হয়েছে দ্বিগুন যমুনার জল

রাধার নয়ন জলে
হেথা প্রেম কমলিনী হল ভিখারিনী
মোছ নিজ আঁখি-অঞ্চলে
কালের আকাশে ম্লান হলো চাঁদ
ব্রজপুর হলো যে আঁধার।

—চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(৬)

পাপিয়ারে রাতের আঁধারে খুঁজিস কাহারে
পিউ কাঁহা ডাকি ডাকি
গিয়াছে যে হায় ফিরিবে না আর
শুধুই ঝরিবে আঁখি
তুমি কাঁদ কাঁদি আমি সাথী হারায়ে
সাথী হারায়ে—
চৈতালি বায় কুসুমে হায়
গেছে ঝরায়ে
আমার ভুবনে ঘনায়ে আঁধার নামিয়াছে বৈশাখী
ফুল ঝরা বনে স্বপন হারায়ে
কাঁদে মোর মনসাকী
সেই পথে ফিরে যেতে হবে জাগি নিরালায়
জাগি নিরালায়
কামনা শুধু রবে পড়ি পথেরি ধূলায়
পথেরি ধূলায় ॥

—চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

"শান্তি" পরিচালনা করবেন—বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

:: মুক্তি প্রতীক্ষায় ::

রচনা : প্রণব রায়
পরিচালনা : ফণী বর্ম্মা
সঙ্গীত : সুবল দাশগুপ্ত

ভূমিকায় :—চন্দ্রাবতী, ছবি বিশ্বাস, অহীন্দ্র, জহর, অমর মল্লিক, রবি রায়, বেচু প্রভৃতি

চিত্ররূপার আগামী চিত্র
শান্তি
কাহিনী : শৈলজানন্দ
পরিচালনা : বিনয় ব্যানার্জি

—: আসিতেছে :—

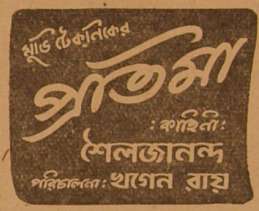

এ. ডি. বিলিজ

We Undertake

1. Construction of Building on-Instalment System.
2. Sale & purchase of Calcutta Properties
3. Development of Fallow land
4. Accept Fixed Deposit for terms of two and Three Years @ 5½% and 5% interest (Payable Half-Yearly)

Apply :

K. L. G. Land Trust Ltd.

P22, MISSION ROW EXTENSION, CALCUTTA
Telephone : Cal. 3150 Telegram : KELGI

অলঙ্কারের আভিজাত্যে—
কে কে মালাকার এণ্ড ব্রাদার্স
২৭, সার্পেণ্টাইন লেন, কলিকাতা
ফোন : ক্যাল ৫৪০৮

কেশের শ্রী ও সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে তোলে

মাথায় একরাশ চুল থাকলেই হয় না। পরিপাটি যত্নের ভেতর দিয়ে কেশের যে শ্রী ও ছন্দ বিকশিত হয়, তার মধ্যেই কেশচর্য্যার সার্থকতা। কেশচর্য্যার একটা বিশেষ উপকরণ ভালো কেশতৈল—এই কথাটা সব সময়েই মনে রাখা দরকার। সাধারণ কেশের শ্রী ও সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে তুলতে **শ্রীকল্যাণ** একটি অসাধারণ কেশতৈল। কারণ এতে যে সব উপাদান আছে তার প্রত্যেকটিই কেশের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

শ্রীকল্যাণ কেশ তৈল

জে ম কে মি ক্যা ল • ক লি কা তা

শ্রীসুশীল সিংহ কর্ত্তৃক এসোসিয়েটেড্ ডিষ্ট্রিবিউটার্সের তরফ হইতে সম্পাদিত ও ৩২।এ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। ১৪৭, হ্যারিসন রোডস্থ জয়শ্রী পাবলিসিটি হইতে অতুল মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত।